জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন) বাংলাদেশ

জামাকন নিউজ

মানবাধিকার সবার জন্য সবখানে সমানভাবে

ঢাকা। এপ্রিল - ২০১৬। সংখ্যা-৩

২৯তম আইসিসি বার্ষিক সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ

গত ২১-২৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত ২৯তম আইসিসি বার্ষিক সম্মেলন, এপিএফ আঞ্চলিক সম্মেলন এবং কমনওয়েলথ ফোরাম অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইন্সটিটিউট এর বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক এবং উপ-পরিচালক কাজী আরফান আশিক।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিদল, তাঁর বামে জনাব কাজী রিয়াজুল হক, সার্বক্ষণিক সদস্য এবং জনাব কাজী আরফান আশিক, উপ-পরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২১শে মার্চ, সম্মেলনে পূর্বে অনুষ্ঠিত আইসিসি ব্যুরো সম্মেলনে উত্থাপিত বিষয়সমূহ এবং আইসিসি সনদের প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তৃতীয় পাতায় দেখুন-

তনুর পরিবারের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ

জামাকন চেয়ারম্যান তনু'র বাবা-মা'র সাথে কথা বলছেন

গত ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ও কমিশনের কর্মকর্তাগণ কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় যে স্থানে গত ২০ মার্চ তনুর মৃতদেহ পাওয়া যায়, সে স্থানটি পরিদর্শন করেন।

অভিযোগ আছে যে, কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় তনুকে নির্মমভাবে ধর্ষনের পর হত্যা করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ঘটনায় স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করেছে। ঘটনাস্থলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন মোঃ শরীফ উদ্দীন, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত); কাজী আরফান আশিক, উপ-পরিচালক; ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং মোহাম্মদ তৌহিদ খান, সহকারী পরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

দ্বিতীয় পাতায় দেখুন-

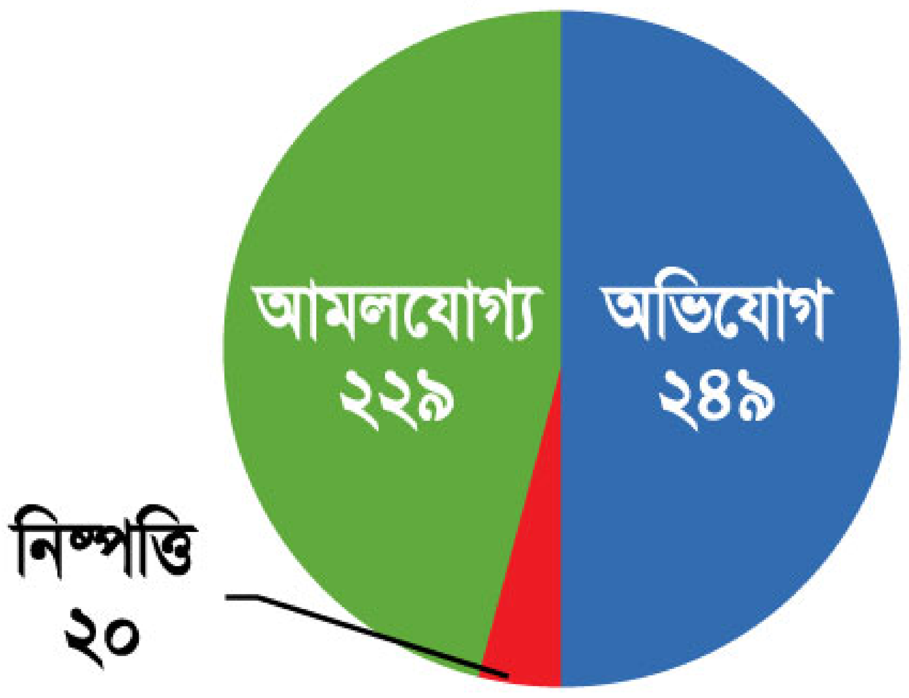

এই সংখ্যায় যা থাকছে....

২৯তম আইসিসি বার্ষিক সম্মেলন	১	*স্যুয়োমটু*	৪
তনুর পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ	১	*নার্সদের সাথে একত্মতা*	৫
শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটির বৈঠক	২	*পরিদর্শন*	৬
কর্মশালা	৩	*সেমিনার*	৭-৮
মিডিয়ায় জামাকন	৪		

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ,কমিশন কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে শিশু অধিকার, শিশু শ্রম এবং শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি শিশু নির্যাতন বেড়ে যাবার প্রেক্ষাপটে করণীয় নির্ধারণে কমিটি এ বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শিশু অধিকার, শিশু শ্রম এবং পাচার- প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটির সভাপতি জনাব কাজী রিয়াজুল হক।

শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি'র বৈঠক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকা পরিদর্শন

প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং তনুর বাবা-মার সাথে কথা বলার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিদল কুমিল্লা সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ বিষয়ক কিছু সুপারিশ পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়। সুপারিশসমূহ হল–

- যেহেতু প্রথম ময়নাতন্তের রিপোর্টটি আরো অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করে, তাই জামাকন মনে করে দ্বিতীয়বার যে ময়নাতদন্ত হয়েছে সেটি যেন বাড়তি কোন প্রশ্নের উদ্রেক না করে বরং যে সমস্ত প্রশ্নে উত্তর পাওয়া আবশ্যক ন্যায়বিচারের স্বার্থে সে কাজটি করবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই।
- যে বা যারা ময়নাতদন্তের রিপোর্টকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করে থাকে তবে যারা সে রিপোর্ট প্রণয়ন করছেন শুধু তারা নয় যারা এ রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন রকম সাহস যুগিয়েছেন বা বাধ্য করেছেন সকলকেই বিচারের আওতায় নিয়ে আসা উচিত বলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে আমরা এ দাবিটি রাখতে চাই।
- তনুর পরিবার একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছে। জামাকন আশা করে, ন্যায়বিচারের নামে বা তথ্য সংগ্রহের নামে তাদেরকে যেন হয়রানির শিকার হতে না হয় সেদিকটি বিবেচনায় রাখা জরুরী।
- ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পরে এমন ধারনার সৃষ্টি হতে পারে যে, কিছু কিছু সাক্ষ্য টেম্পার বা ডক্টরিন করা হতে পারে। যদি এমন কিছু হয়ে থাকে যা বিচার প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্থ করতে পারে তবে যে বা যারা একাজটি করেছে তাদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা বাঞ্চনীয় বলে আমরা মনে করি।
- পরিদর্শনকালে জামাকন টিমের মনে হয়েছে, যে জায়গাটিতে তনুর মৃতদেহ পাওয়া গেছে কোন এক মহল সেখানকার মাটি তুলে নিয়ে গেছে। পরবর্তীতে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে জামাকন জানতে পেরেছে, র‌্যাবের সদস্যরা মাটি তুলে নিয়ে গেছে। কোন ক্ষমতাবলে র‌্যাব এটি করেছে তার যথার্থতা নিরুপিত হওয়া আবশ্যক বলে আমরা মনে করি।

২৯তম আইসিসি বার্ষিক সম্মেলন
...প্রথম পাতার পর

জামাকন চেয়ারম্যানের আইসিসি সম্মেলনে অংশগ্রহণ

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আইসিসি যোগাযোগ প্রকল্প এবং ২০১৫ সালে ১২তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত মেরিডা ঘোষনার ফলোআপ সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ মার্চ, মানবাধিকার সংরক্ষণে সাম্প্রতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ; সংঘাতপূর্ণ ও সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতিতে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা গুলোর ভূমিকা; শরনার্থী, আশ্রয়প্রার্থী, অভিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলনে, আইসিসির নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়- গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইন্সটিটিউশনস (গানহরি)

শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটির বৈঠক
...দ্বিতীয় পাতার পর

বিচারক মোঃ ইমান আলী, ব্যারিস্টার মনজুর হাসান, অধ্যাপক শাহনাজ হুদা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, আইওএম, সেভ দ্যা চিলড্রেন, প্ল্যান ইন্টার‍্যাশনাল বাংলাদেশ, উদ্দীপন, ব্লাস্ট, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পাওয়া শিশু নির্যাতন, বিশেষত শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধসমূহ এবং শিশু হত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে সুপারিশ করা হয় যে, অপরাধীদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং এভাবে সমাজে আইনের শাসন নিশ্চিত-করণ ও নাগরিকদের আস্থা অর্জন করতে হবে। বৈঠকে নাগরিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয় যে, শিশু হত্যা বন্ধে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। এছাড়াও, বৈঠকটিতে প্রস্তাবিত শিশু কমিশন, এর এখতিয়ার, কার্যাবলী, জবাবদিহিতা এবং শিশু নির্যতান বন্ধে শিশু কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্মকর্তাগণের এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম কমিউনিকেশনস নেটওয়ার্ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনগুলোর সংস্থা এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম আয়োজিত কমিউনিকেশন কর্মশালায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। গত ২৬-২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। জনাব কাজী আরফান আশিক, উপ-পরিচালক এবং ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এতে অংশগ্রহণ করেন। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। গণমাধ্যম সংকট মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ও এতে আলোচনা হয়।

অংশগ্রহণকারীদের সাথে জামাকন এর কর্মকর্তাবৃন্দ

মিডিয়ায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জনগণের ওপর নির্যাতন করেও পুলিশ সদস্যরা ভাবছে যে তারা পার পেয়ে যাবে। কোন কিছু তাদের স্পর্শ করবে না।
-----অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, যুগান্তর ১৭ জানুয়ারি ২০১৬, পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা বিকাশের ওপর পুলিশের নির্যাতন প্রসঙ্গে।

দায়মুক্তির সংস্কৃতির কারণে দেশব্যপী শিশু নির্যাতন এবং শিশু হত্যা বেড়ে গেছে। ------অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দ্যা ডেইলি স্টার ১ মার্চ ২০১৬

একজন নাগরিক পুলিশের অবৈধ কর্মকান্ড এবং ঔদ্ধত্যের কারণে প্রাণ হারিয়েছে একজন চা বিক্রেতাকে পুলিশকে চাঁদা না দিতে পারায় প্রাণ দিতে হয়েছে ------- এরকম পুলিশ আমাদের দরকার নেই।----অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ প্রতিদিন ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

স্যুয়ো মটু

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানুয়ারি-এপ্রিল মাসে মিডিয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত ৪টি ঘটনায় স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করেছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাকে পুলিশের নির্যাতন (মামলা নং- ১/১৬)

গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা রাব্বিকে বিনা কারণে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে অস্বীকার করায় পুলিশ বেধড়ক মারধর করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নিকট প্রতিবেদন পেশ করার জন্য নোটিশ প্রদান করে।

ভূ-সম্পত্তি না থাকায় সরকারি চাকুরি হতে বঞ্চিতকরণ (মামলা নং- ২/১৬)

গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, ভূ-সম্পত্তি না থাকার কারণে দলিত সম্প্রদায়ের ২ জন সদস্য চাকুরি পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েও চাকরি পায়নি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং সিলেটের মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপারের নিকট তাদের চাকরি নিশ্চিত করায় ব্যাপারে নোটিশ প্রদান করে। অবশেষে তারা চাকরি পায়।

তনু ধর্ষণ ও হত্যা মামলা (মামলা নং- ৩/১৬)

গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, ২য় বর্ষের একজন কলেজছাত্রী তনুকে নির্মমভাবে ধর্ষণের পর কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় হত্যা করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে বেশ কিছু সুপারিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করে। এছাড়াও, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য নোটিশ প্রদান করে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রিপোর্ট পেশ করে যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তদন্ত টিম গঠন করেছে এবং কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় এক্সিকিউটিভ অফিসারকে তদন্ত টিমকে সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গলাচিপায় নারী নির্যাতন (মামলা নং- ৪/১৬)

গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, পটুয়াখালীর গলাচিপায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও তার লোকজন একজন গৃহবধুকে নির্যাতন করে এবং তার মাথা ন্যাড়া করে দেয়। গৃহবধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, সে তার স্বামীর ভাতিজার সাথে পরকীয়ায় জড়িত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গলাচিপা থানার ওসিকে নোটিশ প্রদান করেছে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার জন্য। ওসি জানিয়েছেন, গৃহবধুর স্বামী ইউপি চেয়ারম্যানসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বেকার নার্সদের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একাত্মতা প্রকাশ

গত ১৩ এপ্রিল ২০১৬, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বেকার নার্সদের দাবি পূরণে অতিসত্ত্বর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ব্যাচ, জৈষ্ঠ্যতা এবং মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনরত নার্সদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি এই আহ্বান জানান। কমিশনের সচিব মোঃ আমজাদ হোসেন খান, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) মোঃ শরীফ উদ্দীন, উপপরিচালক কাজী আরফান আশিক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা ফারহানা সাঈদ চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা বেকার নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ বেসিক গ্র্যাজুয়েট নার্সেস সোসাইটি এর যৌথ ব্যানারে নার্সরা আন্দোলন করেন। বেকার নার্সদের দাবি সম্পূর্ণ যৌক্তিক উল্লেখ করে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, নার্সিং একটি মহৎ পেশা এবং তিনি নার্সদের দাবি পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

প্রেস ক্লাবের সামনে জামাকন চেয়ারম্যান বক্তব্য দিচ্ছেন

গত ৩০ মার্চ শাহবাগে আন্দোলনরত নার্সদের ওপর পুলিশের আক্রমনের নিন্দা জানান এবং আক্রমনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তদন্ত দলের নতুন ইউনিফর্ম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে তদন্ত দল।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিদর্শন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন

গত ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান পুলিশের নির্যাতনে নিহত চা বিক্রেতা বাবুল মাতব্বরের পরিবারের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। উল্লেখ্য যে, চাঁদা দিতে না পারায় পুলিশের দেওয়া আগুনে পুড়ে গুরুতর আহত হয়ে ১৬ ঘন্টা মৃত্যুর সাথে লড়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ নিহত হন দরিদ্র চা বিক্রেতা বাবুল মাতব্বর। পুড়ে যাওয়া চা বিক্রেতাকে দ্রুত হাসপাতালে না নেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান।

জামাকন চেয়ারম্যান বাবুল মাতব্বরের পরিবারের সাথে কথা বলছেন

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাবুলের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান গনমাধ্যমে বলেন– ‘‘পুলিশের সদস্যরা নৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাষ্ট্রকে এই অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।’’

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি বর্গের জামাল হোসেনের বাড়ি পরিদর্শন

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ, জামাল হোসেন, একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকরিজীবী যিনি প্রাণ ভয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সাথে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে যান। জামাল হোসেনের ভাই-বোনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দের কারণে প্রাণ ভয়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তাঁর ভাই-বোনেরা তাঁর সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করতে চায় এবং তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ফলে, তিনি ভারতে পালিয়ে যান এবং তাঁর পরিবারকেও তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানানোর সাহস পাননি। তাঁর পরিবার ভেবেছিল, তাকে অপহরণ করা হয়েছে। তাই তারা থানায় মামলা করতে যান কিন্তু মামলা গ্রহণ করা হয়নি।

জামাল হোসেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ওসির সাথে কথা বলছেন।

তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পুলিশ ও র‍্যাবকে নির্দেশ দেন, জামাল হোসেনকে খুঁজে বের করার জন্য। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ৭৫ দিন পর খুলনাতে জামাল হোসেনকে পাওয়া যায়। তিনি স্বীকার করেন যে, প্রাণ ভয়ে তিনি পালিয়ে যান এবং তিনি এখানো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান তার বাড়িতে গিয়ে তার সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করেন। মিরপুর এলকার শাহআলী থানার ওসির সাথে কথা বলেন এবং গণমাধ্যমে বক্তব্য রাখেন।

বিকাশ চন্দ্র দাসকে দেখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের ল্যাব-এইড হাসপাতাল পরিদর্শন

গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ বিকাশ চন্দ্র দাসকে দেখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ল্যাব-এইড হাসপাতালে যান। উল্লেখ্য, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা বিকাশ চন্দ্র যাত্রাবাড়ি এলাকায় পুলিশের এসআই কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান আইসিইউতে গিয়ে বিকাশকে অচেতন অবস্থায় দেখেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্য এবং চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেন। গণমাধ্যমের সাহায্যে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেন নিরপরাধ মানুষদের নির্যাতন না করে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও, বিকাশের চিকিৎসার খরচ বহন করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আইনের শাসনের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও ডিএমপি কমিশনারের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত সেমিনার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত ''নিত্য আটক আতঙ্কে বসবাসঃ যখন একটি আইন ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক'' শীর্ষক সেমিনার–

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হোটেল সোনারগাঁওয়ে ''নিত্য আটক আতঙ্কে বসবাসঃ যখন একটি আইন ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক'' শীর্ষক এক কনসালেন্টশন আয়োজন করে। কনসাল্টেশনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল শরনার্থী বিষয়ক বিভিন্ন বিদ্যমান আইনসমূহ এবং বাংলাদেশে বসবাসরত রহিঙ্গাদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর পর্যালোচনা করা।

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান কনসাল্টেশনে বক্তব্য রাখছেন,
বামে আছেন মোঃ আমজাদ হোসেন খান, সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মিস অর্পিতা এম মিজান এবং জাতিসংঘ শরনার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ স্টিনা লুংডেল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অর্পিতা এস মিজান বিভিন্ন আইনের অসামঞ্জস্যতা নিয়ে এবং মিস লুংডেল অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, মায়ানমারের শরনার্থী এবং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত জাতীয় কৌশলপত্রটি সরকারের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তিনি ইউরোপিয়ান এবং পশ্চিমা দেশগুলোর অভিবাসন বিষয়ক সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ মনোভাবের সমালোচনা করেন। তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, তাদের উচিত মায়ানমার সরকারকে তাদের দ্বারা উদ্ভূত রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য চাপ প্রয়োগ করা।

''মানবপাচার প্রতিরোধ এবং নিরাপদ অভিবাসনঃ প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয়'' শীর্ষক সেমিনার

গত ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ রাজধানীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত ''মানবপাচার প্রতিরোধ এবং নিরাপদ অভিবাসনঃ প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয়'' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারটি দুটি অংশে বিভক্ত ছিলঃ উদ্বোধনী পর্ব এবং আলোচনা পর্ব। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিব মোঃ আমজাদ হোসেন খান। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়েশা খানম; আইওএম এর মিশন প্রধান শরৎ দাস; স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে বিশিষ্ট বক্তাগণ

আলোচনা পর্বে, সভাপতিত্ব করেন সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক। শিশুক এর নির্বাহী পরিচালক সাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ; জাতীয় তরুন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফজলুল হক; রাইটস যশোরের নির্বাহী পরিচালক বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক; বায়রা এর উর্ধ্বতনসহ সভাপতি আলী হায়দার চৌধুরী এবং প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর প্রকল্প পরিচালক জিয়াউল আলম আলোচক হিসেবে অংশ নেন।

সেমিনারে প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ

- অভিবাসন সংকট মোকাবিলায় আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন
- ব্যুরো অফ ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং কে শক্তিশালী করণ
- প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি ও দেশভিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান কল্পে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে কার্যকরী করা
- বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোর শ্রম শাখাকে কার্যকরী করা এবং দেশে ও বিদেশে শ্রমিকদের পরিসংখ্যান আপডেট করা।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি
- ওয়ান স্টপ সেন্টার প্রতিষ্ঠা
- মানবপাচার প্রতিরোধ বিধি এবং বৈদেশিক চাকরি এবং অভিবাসন নীতিমালা ২০১৩ কার্যকর করা।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. মিজানুর রহমান
পৃষ্ঠপোষক বৃন্দ
কাজী রিয়াজুল হক
অধ্যাপক মাহফুজা খানম
সেলিনা হোসেন
এডভোকেট ফাউজিয়া করিম ফিরোজ
আরমা দত্ত
নিরূপা দেওয়ান

সম্পাদনা পরিষদঃ
নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ আমজাদ হোসেন খান
সহকারী নির্বাহী সম্পাদক
ফারহানা সাঈদ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন), বাংলাদেশ
গুলফেঁশা প্লাজা (১১তম তলা)
৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ
হেল্প লাইনঃ ০২-৯৩৪৭৯৭৯
ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com
ওয়েব সাইটঃ www.nhrc.org.bd
ফেইসবুক পেইজঃ https://www.facebook.com/NHRCBangladesh/